প্রশ্ন : শেক্সপিয়ারের টেম্পেষ্ট নাটকের সঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলার তুলনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই দুটি কাব্যকে পাশাপাশি রাখলে উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য বেশি ফুটিয়া ওঠে'- প্রাচীন সাহিত্যের শকুন্তলা প্রবন্ধ অনুসারে এই ঐক্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর।

কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম'। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের অনুসরণ করে রচনা করেন 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রবন্ধে কালিদাসের নাটকের এক অনন্য সাধারণ মূল্যায়ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, কালিদাস শকুন্তলার প্রেমকে স্বভাব সৌন্দর্যের অক্ষরধামে উন্নীত করে দিয়েছেন। মর্ত্যের চঞ্চল সৌন্দর্যলোকে শকুন্তলার পূর্ব মিলন সাধিত হলেও স্বর্গ তপোবনের শাশ্বত আনন্দময় উত্তর মিলনে প্রেমের মঙ্গলময় দিকটিকেই কালিদাস প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তাঁর 'শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেসদিমনা' প্রবন্ধে শকুন্তলার সঙ্গে শেক্সপিয়ারের নাটকের এই চরিত্রগুলি তুলনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শেক্সপিয়ারের মিরান্দা ও কালিদাসের শকুন্তলা চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনায় দুই নাট্যকারের চরিত্র নির্মাণের বিশেষ কৃতিত্বের কথা আলোচনা করেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলা ও মিরান্দার মধ্যে সাদৃশ্যময়তাকে উল্লেখ করে দুটি ভিন্ন কালের ভিন্ন দেশের নাট্যকারের মধ্যে গভীরতর ভাবনার সুসম্পর্ক স্থাপন করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি সামগ্রিকভাবে টেম্পেস্টের তুলনায় শকুন্তলার উৎকর্ষ প্রদর্শন করতে চেয়েছেন। শেক্সপিয়রের ট্রেম্পেস্ট নাটকের সঙ্গে কালিদাসের নাটক শকুন্তলার তুলনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ওই দুটি নাটকের মধ্যে কিছু ঐক্য ও কিছু অনৈক্যের কথা বলেছেন।

সাদৃশ্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বাহ্য সাদৃশ্যের কথাই বেশি করে বলেছেন। নির্জনে লালিত মিরান্দার সঙ্গে রাজকুমার ফার্দিনান্দের প্রণয়, আশ্রম বালিকা শকুন্তলার সঙ্গে দুস্মন্তের প্রণয়ের প্রেমের অনুরূপ ঘটনা। টেম্পেস্টের নায়িকা মিরান্দা একটি দ্বীপে পিতার স্নেহাশ্রয়ে লালিত পালিত, সেই দ্বীপের নির্জনতায় তার চরিত্রের বিকাশ, শকুন্তলাও লোকালয় বর্জিত অরণ্যের মধ্যে এক তপোবনে লালিত। মিরান্দা

ও শকুন্তলা উভয়ে সুন্দরী। মিরান্দা ও ফার্দিনান্দের প্রেমের পটভূমি সমুদ্র বিস্তৃত দ্বীপ, শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রনয়ের পটভূমি তপোবন। এই দুই রচনায় এইটুকুই সাদৃশ্য।

টেম্পেস্ট ও শকুন্তলার মধ্যে অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য থাকলেও রচনার মধ্যে পার্থক্য গভীর ও মৌলিক। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

"এইরূপে উভয়ের আখ্যানমূলে ঐক্য দেখিতে পাই, কিন্তু কাব্যরসে স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা পড়িলেই অনুভব করিতে পারি।"

মিরান্দার সঙ্গে সমুদ্রের দ্বীপ-প্রকৃতির কোন ঘনিষ্ঠতা নেই, কিন্তু শকুন্তলার সঙ্গে তপোবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রচিত হয়েছে। মিরান্দা শিশুকাল থেকে যে নির্জনতায় পালিত, শকুন্তলায় সে নির্জনতা নেই। মিরান্দা যে নির্জনতায় বড় হয়ে উঠেছে সেখানে তার স্বভাব প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। কিন্তু শকুন্তলা তপোবনে তার সমবয়সী সখীদের সঙ্গে বড় হয়েছে। তাই তার চরিত্র স্বাভাবিকভাবেই বিকাশ লাভ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "শকুন্তলার সরলতা স্বভাবগত এবং মিরান্দার সরলতা বহি: ঘটনাগত।"

শকুন্তলার তপোবন সমাজের বাইরের জগতের সঙ্গে একেবারেই অজ্ঞ নয়। সেজন্য মিরান্দার মতো শকুন্তলার যৌবন বিকাশিত। তার সখীরা সে সম্পর্কে আত্মবিস্তিত হতে দেয়নি। তার সরলতা, পবিত্রতা, লজ্জায় একেবারে অন্তরের সামগ্রী। তার হৃদয়ে বিশ্বাসের স্থান চিরস্থায়ী। এই বিশ্বাসনিষ্ট সরলতা ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্ত হলেও চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়নি। তাই দুষ্মন্তের বিশ্বাসঘাতকতাও তাকে ধৈর্য, ক্ষমায় স্থির রেখেছে। কিন্তু মিরান্দার সরলতার অগ্নিপরীক্ষা হয়নি। সংসার জ্ঞানের আঘাত সে লাভ করেনি।

শকুন্তলাকে প্রকৃতির অংশ করে অঙ্কিত করা হয়েছে। তপোবন ত্যাগ করে পতিগৃহে যাত্রাকালে প্রকৃতি বিধূর হয়ে ওঠে, বেদনা বোধ করে। কিন্তু মিরান্দার দ্বীপ প্রকৃতির সঙ্গে তেমন একাত্ত হতে পারেনি। সেখানকার সমুদ্র পর্বতের সঙ্গে তার কোন ভাবাত্মক যোগ হয়নি। টেম্পেস্ট বহিঃপ্রকৃতির রূপক হিসেবে যদিও

এরিয়েলের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তবুও মানুষের সঙ্গে সেই প্রকৃতির কোন যোগ সাধন ঘটে নি। দ্বীপ থেকে চলে যাবার সময় মিরান্দা বা প্রস্পেরোর কোন বিদায় সম্ভাষণ হয়নি এরিয়েলের সঙ্গে।

আশ্রম মৃগের মতোই শকুন্তলা তপোবনের অংশীভূত। লতার সঙ্গে ফুলের যে সম্পর্ক, এই বনপ্রকৃতি ও তপোবনের সঙ্গে শকুন্তলার সেই রকমই স্বাভাবিক সম্বন্ধ। টেম্পেস্ট নাটকে প্রকৃতি এমনভাবে মানুষের আত্মিক হয়ে ওঠেনি মানুষ সেখানে প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করতে চেয়েছে। টেম্পেস্ট নাটকের নামটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে এখানে মানুষের প্রকৃতিতে বিরোধ, মানুষে মানুষে বিরোধ। মানুষ শক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে দমন করতে চাইছে, শকুন্তলায় এই শক্তির বা দম্ভের প্রাবল্য দেখানো হয়নি।

রাজসভায় পতিদ্বারা প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলার কোনো অভিযোগ নেই। সেই ত্যাগের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, কল্যাণ বোধের দ্বারা শ্রেয়োলাভে ব্রতী হয়েছে। কিন্তু মিরান্দাকে প্রেমের ক্ষেত্রে এমন পরীক্ষা দিতে হয়নি। ফার্দিনান্দ মিরান্দাকে কতদূর ভালোবাসে তা পরখ করার জন্য প্রস্পেরো যখন ফার্দিনান্দের কৃচ্ছসাধন করাচ্ছিলেন তখন তার জন্য মিরান্দার একটু কারুণ্যবোধ ছিল বা হয়েছিল মাত্র।

টেম্পেস্টে শক্তির লীলা দেখানো হয়েছে, শকুন্তলায় আছে কল্যাণের প্রশান্তি। টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি। টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান। টেম্পেস্টের মিরান্দা সরল মাধুর্যে গঠিত কিন্তু সে সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ রয়ে গেছে। অপরদিকে শকুন্তলার সরলতা অপরাধে, দুঃখে, অভিজ্ঞতায় স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

এইসব কারণে রবীন্দ্রনাথ 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে মিরান্দা ও শকুন্তলার মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি লক্ষ্য করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন-

"এই দুটি কাব্য পাশাপাশি রাখিলে উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি ফুটিয়া ওঠে।"